সংবাদ

001

তারিখ ... ১৫।১১।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

নিরক্ষরের হার

দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৫০ লাখের ওপরে। সাম্প্রতিক এক জরিপে এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ফাউণ্ডেশন ফর রিসার্চ অন এডুকেশনাল প্লানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট পরিচালিত এই জরিপ থেকে দেখা যায় যে, গত তিরিশ বছরে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে যেখানে মাত্র ১ কোটি ৩০ লাখ সেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে ২ কোটি ৭০ লাখের মত। এ থেকে বোঝা যায় যে, বছরে যেখানে অতিরিক্ত ১০ জন শিক্ষার আলো পেয়েছে সেখানে নিরক্ষরতার অন্ধকার গ্রাস করছে ২০জনকে। আমাদের শিক্ষা প্রয়াসের দুর্বলতার দিক এর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তিরিশ বছরে সাক্ষরের সংখ্যার চেয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশী। '৮১ সাল নাগাদ রয়েছে এই অবস্থা। শিক্ষার হারে অগ্রগতি বলতে কাগজের হিসেবেই তিরিশ বছরে যা পাওয়া যায় তা এক-শতাংশের খুব বেশী একটা নয়। '৫১ সালে এদেশে শিক্ষার হার যেখানে ছিল ২১ শতাংশের মত এখন সেখানে সে হার দাঁড়িয়েছে ২২ দশমিক ১ শতাংশ। এফ আর পি ডি আয়োজিত সেদিনের সেমিনারে বর্তমান শিক্ষার হার সম্পর্কে এই সংখ্যাটিই উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী কাগজপত্রে অবশ্য কিছুটা বেশী দেখতে পাওয়া যায়–২৬ শতাংশের মত। প্রশ্ন এ সংখ্যা সম্পর্কে রয়েছে। যাক সংখ্যা যেটাই হোক না কেন, পরিস্থিতিতে বিশেষ কোন হেরফের তাতে থাকছে না। গত তিরিশ বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি যে হয়নি তা স্বীকার করতে নিশ্চয়ই কারুরই কুণ্ঠা থাকার কথা নয়। কথা ভবিষ্যতকে নিয়ে। '৮৫ সাল নাগাদ শিক্ষার হার ৫০ শতাংশে উন্নীত করার প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে, কিন্তু নিরক্ষরের হার যেভাবে বাড়ছে তাতে ভরসা কতটা থাকছে? সমস্যা সমাধানের জন্যে এর কারণ ভাল করে যাচাই করার দরকার রয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির জন্যে জরুরী কার্যক্রম নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে কার্যক্রম কতটা সাফল্য পেতে পারবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই তার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দ্রুত দূর করার জন্যে এর আগে রীতিমত বিপ্লব করতে দেখা গেছে। কিন্তু ফল কি দাঁড়িয়েছে? বয়স্ক শিক্ষার জন্যে গত কয় বছরে ৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা খরচা করে মাত্র সাত লাখ লোককে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা হয়েছে। এটা সরকারী হিসেব। শুধু অর্থ ব্যয়ের কথাই নয়, এর পেছনে যে শ্রম ব্যয় হয়েছে তা-ইবা কতটা সার্থক হয়েছে? এভাবে নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দেয়ায় যে সত্যিকার কোন মূল্য থাকে না ইন্দোনেশিয়া ও আরো কিছু দেশে তা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি যে বয়স্ক লোকদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হয়েছিল চর্চার অভাবে তাদেরকেই আবার নিরক্ষর হতে বেশী দেরী লাগেনি। সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এ সম্পর্কে শুধু কার্যক্রম আজ প্রয়োজন। নিরীক্ষার সুযোগ যে নেই নিরক্ষরদের বর্ধিত সংখ্যাই তা বলে দিচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এক্ষেত্রে অগ্রগতির সুযোগ যে নেই, এরই মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবে না; কিন্তু নিরক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধির পথ বন্ধের ব্যবস্থা না করে শুধু সেক্ষেত্রে শ্রম ব্যয়ের বিশেষ কোন মূল্য থাকবে না। বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এটা আশার কথা। এ লক্ষ্যে নেয়া হয়েছে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম। প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের জন্য জরুরী ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বলাই বাহুল্য, সে ব্যবস্থা কতটা ব্যাপক হতে পারছে, কতটা সুষ্ঠুভাবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করছে এর সত্যিকার সাফল্য। সীমিত কোন উদ্যোগ দিয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা এ হারে বৃদ্ধি রোধ করা যে যাবে না সেটা কারুরই বুঝতে আজ আর কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতের ব্যাপক কার্যক্রম প্রণীত হতে হবে। কোনরকম বাধ্যবাধকতামূলক ব্যবস্থা ভিন্ন ব্যাপক কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কতটা সার্থক হবে, সেটাও ভেবে দেখার দরকার এই সাথে বিশেষ করে।